দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 28 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

24

নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা-সংকট রয়েছে। শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচী, সেশনজট ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী কর্তৃক অসদুপায় অবলম্বন, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার খাতা দেখায় অনিয়ম-কারচুপি এদেশে কোন নতুন বিষয় নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় সুষ্ঠুতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচীর সংস্কার, সেশনজটের মূলোচ্ছেদ ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের প্রশ্নটি বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু, একথা না বলে পারা যায় না—এই গুরুত্ব আরোপ বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কোনো দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারেনি। সেশনজট অব্যাহতগতিতে চলছে। শিক্ষা সমাপন করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় চাকরিতে প্রবেশে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে—তার একটি সাময়িক সমাধান করা হয়েছে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়িয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর স্থায়ী সেশনজট নিরসন ছাড়া সম্ভব নয়। শিক্ষাসূচীতে কিছু কিছু পরিবর্তন মাঝে মধ্যে হয়েছে। কিন্তু, আজও একটি স্বাধীন জাতির যুগোপযোগী শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে শিক্ষাসূচীতে যে আমূল সংস্কার অপরিহার্য তা এখনও হয়নি।

অবশ্য অত্যন্ত আশার কথা, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির স্থলে একটি নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ৮ম শ্রেণীতে ৫০ নম্বরের রচনামূলক ও ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সমন্বয়ে একটি নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষা এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। এতে ৫০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য ২ ঘন্টা ১০ মিনিট এবং ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য ৫০ মিনিট সময় নির্ধারিত হয়েছে। যদিও দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, নয়া পদ্ধতির পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণমূলক কাজ এখনও শুরু হয়নি। এছাড়া, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সঠিক ধারণা এখনও গড়ে উঠেনি। ফলে, পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, অংক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সময়সীমা অতিরিক্ত বলে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা হলে ইঙ্গিতে যোগাযোগ করে উত্তর দেয়ার সুযোগ পেতে পারে। অন্যদিকে, মাত্র ৫০ মিনিটে নৈর্ব্যক্তিক অংক প্রশ্নের উত্তর দেয়া পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন। উল্লেখ্য, অংকের এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সংক্রান্ত বেশ কিছু চিঠিপত্রও ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, নয়া পদ্ধতির পরীক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাককালীন বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি আরো ব্যাপক ও সুষ্ঠু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল করে তোলা দরকার। দ্বিতীয়তঃ অংকের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে যে মতামত এযাবত জানা গেছে তাতে এ বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অংক যেহেতু খসড়া করে তারপর সঠিক উত্তরে টিক দিতে হয় সে জন্য সময়ের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, অন্যান্য বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বহাল রেখে শুধু অংকের ক্ষেত্রে পূর্বেকার প্রশ্ন পদ্ধতি বহাল রাখা যায় কি-না অথবা প্রশ্নের সংখ্যার সাথে উত্তর দানের সময়সীমার সঙ্গতি বিধান করা যায় কি-না—তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত। পরীক্ষার্থীদের যাতে সময়ের সংকট থেকে মুক্ত রাখা যায় তা দেখা না হলে অংকের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দ্বারা নয়া পরীক্ষা পদ্ধতির সাফল্য কতটুকু আসবে—তা-ও ভাববার বিষয়।